



267083 - জনিগত ত্রুটিতে আক্রান্ত নারীর ববাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং বকিলাঙগ সন্তান প্রসবরে আশংকায় গর্ভ-নরিোধ করার বধিান

প্রশ্ন

জনকৈ নারী শারীরকি বক্টিতিনিয়ি জন্মগ্রহণ করছেন। হতে পারে এটি জনিগত ত্রুটি থেকে। তিনি জনিগত টেস্ট করানোর সদিধান্ত নিয়িছেন, যাতে করে রোগেরে প্রকৃতি জানা যায় এবং এটি বংশগতভাবে সন্তানদরে মাঝে সংক্রমতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কনি তা জানা যায়। এ ত্রুটি তাকে অন্যান্য রোগে আক্রান্ত করবে কনি সে জন্মও আগাম রোগ-নরিণয় করা দরকার। তাই এই টেস্ট করার বধিান কী? যদি জনিগত ত্রুটি পাওয়া যায় সক্ষেত্রে এ নারীর ববাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ও গর্ভধারণ করার বধিান কী? উল্লেখ্য, এটি বংশগতভাবে সংক্রমতি হওয়ার বধিটি সুনিশ্চিতি নয়। কনিতু, আল্লাহ যদি বংশগতভাবে শিশুর সংক্রমতি হওয়া তাকদীরে রাখনে সক্ষেত্রে শিশু বড় ধরণেরে বক্টিতির শকির হবে। যার ফলে বুদ্ধগিত কথিবা শারীরকি প্রতবিন্ধতিও ঘটতে পারে? তাই ববাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া কথিবা গর্ভধারণ না করা কি যথায়থ পদক্ষেপে? বয়িরে প্রস্তাব-দাতাকে কি এই শারীরকি বক্টিতির বধিটি জানাতে হবে? ‘বংশগতভাবে এ রোগ সন্তানদরে মাঝে সংক্রমতি হতে পারে’ মর্মে পাত্রপক্ষকে বধিটি জানানোর বধিান কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

রোগেরে প্রকৃতি জানার জন্ম এবং এটি বংশগতভাবে সংক্রমতি হওয়া কথিবা অন্য কোন রোগ সৃষ্টি করার সম্ভাবনা কতটুকু তা জানার জন্ম জনেটেকি-টেস্ট করতে কোন আপত্তি নিই। যহেতে এতে রয়ছে কল্যাণ লাভ করা, ক্ষতি দূর করা এবং চকিৎসা গ্রহণ করা; যা গ্রহণ করা শরয়িত অনুমোদতি।

বয়িরে পূর্বে মডেকিলে টেস্ট করা শরয়িতসম্মত হওয়ার বধিটি জানতে 104675 নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

দুই:

ধরে নিই, জনিগত ত্রুটি ধরা পড়ল সক্ষেত্রে এ নারীর জন্ম ববাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়যে। এমনকি যদি বংশগতভাবে রোগটি সংক্রমতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা সত্ত্বেও। তবে, শরত হচ্ছে পাত্রকে রোগেরে বধিয়ে অবহতি করতে হবে।



বয়ি জায়যে হওয়ার বযিট এ দকি থকে: বয়িরে মূল বধিান হচ্চে- বধৈ হওয়া ও বয়িরে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা; যাত করে বয়িরে মাধ্যমে চারতিরকি পবতিরতা, মানসকি প্রশান্তি ও ভালবাসা অর্জতি হয়।

আর গর্ভধারণ বধৈ হওয়ার বধিান এ দকি থকে: যহেতু বয়িরে গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দেশ্য হচ্চে- গর্ভধারণ। সন্তানরে রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাটি এ উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষকি নয়। যহেতু সটো আল্লাহর জ্ঞানে রয়ছে। হতে পারে সম্পূর্ণ সুস্থ সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তবে, যদি প্রবল ধারণা অনুযায়ী সন্তান বকিলাঙ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী সন্তান গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নতিে পারনে এবং ভ্রূণরে বকিলাঙতা সাব্যস্ত হলে তারা ভ্রূণ নষ্টও করে ফলেতে পারনে; তবে শর্ত হচ্চে রূহ আসার আগহে তা করতে হবে। অর্থাৎ গর্ভধারণরে বয়স ১২০ দিন হওয়ার আগে করতে হবে।

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়: আমি একজন মুসলমি নারী। আলহামদু লিল্লাহ আমি ফরয আমলগুলো পালন করি; যসেব আমল আমার প্রতাপালক আমার উপর ফরয করছেন; যমেন- নামায, রোযা, যাকাত। কিন্তু, আমি গর্ভধারণ স্থগতি করছেলাম। য়ে সময়ে আমার স্বামী যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন সে সময়। এটা প্রায় দশ বছর সময়কাল হবে। এরপর আমার মাসকি স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। আমার এই কর্মরে মাঝে এমন কিছু আছে কি যাত করে আল্লাহ আমার উপর নারাজ হবেন? কারণ আমার সন্তানরো

হমেপিরেসেসি আক্রান্ত হত। তাদের মধ্যে কেউ মারা যতে। কেউ বঁচে থাকলেও এই রোগে ভুগত। দয়া করে, আমাদেরকে অবগত করবনে আল্লাহ আপনাদেরকে অবগত করুন।

তনিজিবাব দনে:

যদি আপনি স্বামীর সন্তুষ্ট সাপক্ষে গর্ভনিরোধ করে থাকনে তাহলে এতে কোন গুনাহ হয়নি। যদি আপনি স্বামীর সন্তুষ্ট বা সম্মতি সাপক্ষে করে থাকনে তাহলে আমরা আশা করছি আপনার কোন গুনাহ হয়নি। আর যদি আপনি স্বামীর অসন্তুষ্ট বা অজান্তে করে থাকনে তাহলে আপনার কর্তব্য হচ্চে তাওবা করা, ইস্তগিফার করা এবং কৃত কর্মরে জন্য অনুতপ্ত হওয়া। আলহামদু লিল্লাহ। [সমাপ্ত; ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব (২১/৪২১)]

বয়িরে প্রস্তাব-দাতাকে এই ত্রুটির কথা জানানো আবশ্যক। কেননা অগ্রগণ্য মতানুযায়ী যা কিছু দাম্পত্য জীবনের উপর কথিবা সন্তান-ধারণরে ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফলে কথিবা স্বামী-স্ত্রীর একজনকে অপরজন থেকে দূরে রাখে এগুলো এমন ত্রুটি যা অবহতি করা আবশ্যক।

যদি পাত্র রোগরে ব্যাপারে জানার পর বয়িতে সম্মত হয় তখন য়ে ধরণরে রোগ-ই হোক না কেনে তাতে কোন দোষ নহে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তনি যনে আমাদের বোনকে সুস্থ করে দনে, নরিময় দান করনে, নকে স্বামী ও



নকেকার সন্তানসন্ততি দান করনে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।